



বীর শহীদ

নুর হোসেন পিয়াস

জন্ম তারিখ:	১০ জুলাই, ২০০৬
শাহাদাতের তারিখ:	৫ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা সিটি
জেলা:	নোয়াখালী

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : চাকুরী প্রত্যাশী,
শাহাদাতের স্থান : ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

৫ আগস্ট পলায়ন করেছে স্বৈরাচার। পতন হয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনার। বিজয়ী ছাত্র-জনতা। ঢাকায় ফুফুর বাসা থেকে বের হন নুর হোসেন পিয়াস বিজয় উল্লাসে। তখনও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গুলি ছুড়ছে ফ্যাসিস্টের পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী। পিয়াস গুলিবিদ্ধ হন মাথায়। ঘটনাগুলোই মারা যান তিনি। পিয়াসের জন্ম ২০০৬ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে। বাবার নাম জনাব বাবর মিয়া। মা ফাতেমা বেগম। গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন: নোয়াখালী, থানা: সদর নোয়াখালী। কাজের সন্ধানে এসেছিলেন ঢাকায় ফুফুর বাসায়। বাবা রাজমিস্ত্রী। পিয়াসের আছে আরও চার ভাই, এক বোন; বোন বিবাহিত। নুর হোসেন পিয়াস গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি ছিলেন বেকার।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ নুর হোসেন পিয়াস নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কাজের সন্ধানে। ইচ্ছা ছিল ঢাকায় ফুফুর বাসায় থেকে কাজ খুঁজবেন। তখন চলছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। স্বৈরাচারী সরকার কারফিউ জারি করেছিল আর মোবাইল নেটওয়ার্কও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বাসা থেকে বের হওয়া কিংবা কারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন ও বন্দি। ৫ আগস্ট জনতার আন্দোলনে পালিয়ে যায় ফ্যাসিস্ট হাসিনা। তখনও থামেনি স্বৈরাচারের দোসর পুলিশ। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় তখনও গুলি ছুড়ে তারা। পুলিশের সাথে যোগ দেয় আওয়ামী পাঞ্জা যুবলীগ। তারাও গুলি ছুড়ে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নুর হোসেন পিয়াস মাথায় (ডানপাশে) গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাগুলোই মৃত্যু বরণ করেন। শহীদ নুর হোসেন পিয়াসের জানাজা হয় বাড়ডায়। তারপর তাকে নেওয়া হয় গ্রামের বাড়িতে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে নিজ গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ পিয়াসের পাঁচ ভাই এক বোন। বাবা রাজমিস্ত্রী, মা গৃহিণী। বাবা-মা অসুস্থ। গ্রামে তাদের ১০ শতক জমি আছে।

আত্মীয়দের অনুভূতি

নুর হোসেনের ভাই পারভেজ হোসেন বলেন, “আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিল। গ্রামের সকল ছেলেদের সাথে মিলেমিশে চলতো। খেলাধুলা পছন্দ করতো। তার ইচ্ছা ছিল একদিন অর্থ উপার্জন করে সংসারের অভাব দূর করবে। আমার তরতাজা ভাইটাকে যারা হত্যা করল আমরা তাদের বিচার চাই।”

প্রস্তাবনা

- তার বাবা-মা অসুস্থ। তাদের মাসিক ও এককালীন অনুদান জরুরি
- শহীদের পিতার জন্য ব্যবসার পুঁজির বরাদ্দ জরুরি
- তার ভাইদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরি প্রদান।
- পড়ালেখার সার্বিক সহযোগিতা।
- পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা আজীবন বিনামূল্যে করার ব্যবস্থা করা।

এক নজরে শহীদ নুর হোসেন পিয়াস

নাম : নুর হোসেন পিয়াস

জন্ম : ১০-০৭-২০০৬

শাহাদাত : ০৫-০৮-২০২৪

পিতা : বাবর মিয়া

মাতা : ফাতেমা বেগম

শহীদের ভাই-বোন : চার ভাই এক বোন

লেখাপড়া : ৬ষ্ঠ শ্রেণি

পেশা : বেকার

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন : নোয়াশাই, থানা: সদর, নোয়াখালী

ঘটনার স্থান : ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

দাফন : নিজ এলাকায়, স্থানীয় কবরস্থানে

শাহাদতের চিত্র : হাসিনা সরকার পলায়নের পর বিজয়োল্লাসে নেমে আসেন রাজপথে।

স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ গুলি চালায়, আর তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (সূরা আল-বাকারা ২:১৫৪)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



বিজয় মিহিরের শহীদ পুত্র হোসেন মিহির



